যুগান্তর

তারিখ ...18 SEP 2016...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৬...

পাবলিক পরীক্ষার ফল পুনঃনিরীক্ষণ

ফেল থেকে জিপিএ-৫

মুসতাক আহমদ

শিক্ষা বোর্ডের অবহেলা এবং শিক্ষকদের উদাসীনতার শিকার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের অনেক পরীক্ষার্থী। এদের কারণে প্রতি বছরই হাজার হাজার শিক্ষার্থী ভুল ফল মূল্যায়নের শিকার হচ্ছে। প্রথম দফায় অনেকে ফেল বা কম জিপিএ পাচ্ছে। পরে ফল পুনঃনিরীক্ষায় ফেল থেকে পাস করছে, জিপিএ-৫ পাচ্ছে এমন নজিরও আছে। অন্যদিকে পরীক্ষা না দিয়েও আছে পাসের দৃষ্টান্ত। এছাড়া পরীক্ষার হলে ভুল প্রশ্ন বিতরণ, ব্যবহারিক পরীক্ষায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে নম্বর কম-বেশি দেয়ার ঘটনাও ঘটছে।

অভিযোগ ওঠেছে, এ ধরনের প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে শিক্ষা বোর্ডের অসাধু কর্মকর্তা এবং কিছু শিক্ষক জড়িত। পরীক্ষা শেষে খাতা বণ্টনের সময় অনেক ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতির আশ্রয় নিয়ে থাকেন বোর্ডের

অবহেলা পরীক্ষকের, মাশুল গুনছে শিক্ষার্থীরা

খাতা দেখায় নানা গলদ, স্বল্পসময়ে দেখতে হয় দ্বিগুণ : পরীক্ষা নেয়ার ক্ষেত্রেও অবহেলা

অসাধু কর্মকর্তারা। কম যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষককে অধিক পরিমাণে খাতা দেয়া হয়। যোগ্য শিক্ষকদের অনেকেই বোর্ডের পরীক্ষক হতে পারেন না। উত্তরপত্র (পরীক্ষার খাতা) মূল্যায়নের জন্য সময় দেয়া হয় মাত্র ২ সপ্তাহ। এ সময়ের মধ্যে তিনশ' খাতা ভালোভাবে দেখা সম্ভব। কিন্তু দেয়া হয় ছয়শ' থেকে সাতশ' খাতা।

অভিযোগ আছে, সময় স্বল্পতার অজুহাতে পরীক্ষকরা অন্য ছাত্র বা পরিবারের সদস্যদের দিয়ে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করিয়ে থাকেন। নম্বর যোগ করার সময় মনোযোগ দেয়া হয় না। এতে পরিসংখ্যানগত ভুল বাড়ছে। এতে রেজাল্ট পাল্টে যাচ্ছে। অমনোযোগিতার কারণে কোনো বিষয়ে প্রাপ্ত ৮৬ নম্বর, ৬৮ হিসেবে রেজাল্ট শিটে ওঠছে। ফলে অনেক শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আবার অনেকেই ফেল করছে। ফল পুনঃনিরীক্ষায় গিয়ে এসব ভুল ধরা পড়ছে। পাল্টে যাচ্ছে ফলাফল। কিন্তু যারা আবেদন করে না, তারা সুবিচার বঞ্চিতই থেকে যাচ্ছে।

পরীক্ষা ও ফলকেন্দ্রিক এসব ঘটনার কারণে শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। ভুক্তভোগী ■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

ফেল থেকে জিপিএ-৫

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের মধ্যে এসব নিয়ে ক্ষোভ আছে। কিন্তু দৃষ্টান্তমূলক কোনো পদক্ষেপ নেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান শনিবার যুগান্তরকে বলেন, পরীক্ষার সঙ্গে একজন শিক্ষার্থীর সারা জীবনের সুখ-দুঃখ জড়িত। অবহেলা বা উদাসীনতার সঙ্গে পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কাজ করা ঘোরতর অন্যায়। অনেক ভুলকে 'মানবিক' হিসেবে দেখা যায়। কিন্তু কিছু ভুল ক্ষমার অযোগ্য। আমরা কঠিন ভুলের ক্ষেত্রে কঠোর হব। এবারের পুনঃনিরীক্ষায় যেসব শিক্ষার্থীর ফল উন্নয়ন হয়েছে, তাদের কেস পর্যালোচনা করে দায়-দায়িত্ব নিরূপণ শেষে উপযুক্ত শাস্তির জন্য মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ পাঠাব।

১৮ আগস্ট এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। এরপর ৭ দিন সময় দিয়ে ওই ফল সম্পর্কে শিক্ষার্থীর আপত্তি বা ফল চ্যালেঞ্জের আবেদন নেয়া হয়। শনিবার পুনঃনিরীক্ষণের ফল প্রকাশ করা হয়। এর মধ্যে ৬টি শিক্ষা বোর্ডের ফল পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ১৬৫২ জন শিক্ষার্থীর ফল পরিবর্তন হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম ফলে অনুত্তীর্ণ কিন্তু পরে উত্তীর্ণ হয়েছে ৪১৯ জন। অর্থাৎ ফল পরিবর্তন হওয়াদের মধ্যে ২৫ শতাংশই ফেল থেকে পাস করেছে।

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, চলতি বছর এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল চ্যালেঞ্জ করে ফেল থেকে পাস করেছে ৭৮৯ জন। এইচএসসিতে ৯টি শিক্ষা বোর্ডে ফেল থেকে পাস করা শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৬১। ২০১৩ সালের এসএসসিতে ৮ শিক্ষা বোর্ডে ফেল থেকে পাস করেছিল ১৯৫ জন। ২০১২ সালে শরীফুল আলম নামের এক শিক্ষার্থীকে প্রথম প্রকাশিত ফলে অনুত্তীর্ণ দেখানো হয়েছিল। ফল চ্যালেঞ্জ করে এ শিক্ষার্থী পরে জিপিএ-৫ পেয়েছিল।

এ বছর এসএসসিতে ফল পুনঃনিরীক্ষণের আবেদনের পর নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৮১১ জন। এইচএসসিতে নতুন করে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৩০। অপরদিকে ফল চ্যালেঞ্জ করে এবারের এসএসসিতে প্রাপ্ত জিপিএ পরিবর্তন হয়েছে ৩ হাজার ৪৪১ পরীক্ষার্থীর। বিপরীত দিকে রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত পাওয়া তথ্যানুযায়ী এবারের এইচএসসিতে শুধু ৬ বোর্ডে আগের চেয়ে প্রাপ্ত জিপিএ পরিবর্তন হয়েছে ১ হাজার ৬৫২ শিক্ষার্থীর।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান জানান, ফল পুনঃনিরীক্ষণে চারটি দিক দেখা হয়। তা হচ্ছে, কোনো প্রশ্নের উত্তরে নম্বর দেয়া হয়েছে কিনা। না দিলে তা দেয়া হয়। এছাড়া সব প্রশ্নের উত্তরে দেয়া নম্বর যোগ করতে গিয়ে ভুল হল কিনা, প্রাপ্ত নম্বর ওএমআর (মেশিন রিডেবল) ফরমে তুলতে ভুল হয়েছে কিনা এবং প্রাপ্ত নম্বর অনুযায়ী ওএমআর ফরমে বৃত্ত ভরাট হয়েছে কিনা। তিনি বলেন, বোর্ডের বিধিমালা অনুযায়ী আমরা কোনো খাতা পুনর্মূল্যায়ন করতে পারি না। সে কারণে ইচ্ছা থাকলেও কোনো শিক্ষার্থীর কোনো প্রশ্নের উত্তরে কম-বেশি নম্বর দেয়া হলেও তা আমরা সংশোধন করতে পারি না।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে ভুলভ্রান্তির অন্যতম কারণ হচ্ছে তাড়াহুড়া করে খাতা দেখা। কয়েক বছর ধরে যথাসময়ে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে ফল ঘোষণা করে সরকারি মহল থেকে কৃতিত্ব নেয়ার চেষ্টা চলে। এটা করতে গিয়ে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। নাম প্রকাশ না করে একাধিক পরীক্ষক জানিয়েছেন, খাতা মূল্যায়ন করতে খুব কম সময় দেয়া হয়। রাজধানীর একটি কলেজের শিক্ষক বলেন, বোর্ড থেকে দেয়া খাতা ১৪ দিনের মধ্যে জমা দিতে হয়। এই সময়ে সর্বোচ্চ ৩০০ খাতা ঠিকমতো মূল্যায়ন সম্ভব। কিন্তু ৫০০ থেকে ৭০০ খাতা দেয়া হয়। এতেই ভুলের ঘটনা ঘটে থাকে, অনেক ক্ষেত্রে সঠিক মূল্যায়নও হয় না। এর খেসারত দিতে হয় শিক্ষার্থীদের।

১১ মে এবারের এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। এরপর বরিশাল ও চট্টগ্রাম বোর্ডের ফলে ভুল ধরা পড়ে। বোর্ড দুটির ফল এবার দু'বার প্রকাশ করতে হয়েছে। ১১ মে ফল প্রকাশের পর দেখা যায় বরিশাল বোর্ডের বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী হিন্দু ধর্ম ও নৈতিকতা বিষয়ে খারাপ করেছে। এ কারণে তারা ফেল করে। এ ফল প্রকাশের এক ঘণ্টার মধ্যে বরিশাল শহরের উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হৃদয় ঘোষ নামে এক ছাত্র বহুতল ভবন থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। এরপর বোর্ড কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের আবেদন ছাড়াই ফল পুনঃনিরীক্ষা শেষে নতুনভাবে (রেজাল্ট) ঘোষণা করা হয়। এতে বদলে যায় ওই বিষয়ে ১ হাজার ৯৯৪ শিক্ষার্থীর ভাগ্য। এদের মধ্যে হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে ফেল থেকে পাস করে ১ হাজার ১৪১ জন। ফেল থেকে জিপিএ-৫ পায় ৭৯ জন। আত্মহত্যা করা হৃদয় ঘোষের পরিবর্তিত ফল হয়েছিল জিপিএ-৪.৬৭। ওই ফল পেয়ে হৃদয়ের বাবা শেখর ঘোষ যুগান্তরকে বলেন, 'আমার ছেলে নেই। এখন এ ফল দিয়ে কী করব।' তিনি এমন ভুলের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের বিচার দাবি করেছিলেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ওই ঘটনায় দুই প্রধান পরীক্ষকের ব্যাপারে মাত্র দুটি শাস্তির সিদ্ধান্ত হয়। একটি হচ্ছে, তারা ভবিষ্যতে পরীক্ষাসংক্রান্ত কোনো কাজ করতে পারবেন না। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তাদের এমপিও স্থগিত থাকবে। এ সংক্রান্ত তদন্ত কমিটি সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের চাকরি বা দায়িত্বে অবহেলার জন্য বোর্ডের কোনো কর্মকর্তার শাস্তির ব্যাপারে কোনো সুপারিশ করেনি।

বরিশালে এ ঘটনার পর সংবাদ সম্মেলন করে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অমনোযোগী ও দায়সারা কাজের জন্যই এ ভুল হয়েছে। দোষীদের ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। প্রথমে তাদের বেতন বন্ধ করা হবে। এরপর চাকরি থাকবে কিনা সেটা বিবেচনা করা হবে।'

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে দীর্ঘদিন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব পালন করেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান। সম্প্রতি তিনি যুগান্তরকে বলেন, পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে শিক্ষকদের যে সময় দেয়া হয় তা পর্যাপ্ত। কিন্তু তারা খাতা নিয়ে ফেলে রাখেন। এমনকি অনেকেই বোর্ড থেকে তাগিদ দেয়ার পর খাতা মূল্যায়নে বসেন। সুতরাং ভুলের দায় পরীক্ষকদের।

এ ব্যাপারে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সাবেক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বর্তমান উপসচিব ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ বলেন, সাধারণত কোনো বিষয়ের ফল নিয়ে সন্দেহ হলে আমরা সব কিছু চূড়ান্ত করার আগে পুনরায় চেক করতাম। বরিশাল বা চট্টগ্রাম বোর্ডে এবার যা হয়েছে তাকে আমি সংশ্লিষ্টদের সচেতনতার ঘাটতি হিসেবে চিহ্নিত করব।

পরীক্ষার হলেও অবহেলা : এদিকে শুধু খাতা মূল্যায়নেই নয়, পরীক্ষার হলেও অবহেলার ঘটনা ঘটছে। এবারের এসএসসিতে ১৮ ফেব্রুয়ারি ছিল রসায়ন পরীক্ষা। ময়মনসিংহের নান্দাইল পৌর সদরে চণ্ডীপাশা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত ছিল 'ক' সেট প্রশ্নপত্র। কিন্তু প্রশ্ন দেয়া হয় 'খ' সেট। ফলে ভুল সেটে কেন্দ্রের ৪ শতাধিক পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়। পরীক্ষার পর বিষয়টি জেনে সড়ক অবরোধ করে শিক্ষার্থীরা। তখন বোর্ড কর্তৃপক্ষ স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে আশ্বাস দেয় এসব শিক্ষার্থীর খাতা 'খ' সেট প্রশ্নেই দেখা হবে। কিন্তু ফল প্রকাশের দেখা যায়, এ কেন্দ্রের অধীনে পরীক্ষা দেয়া শুধু নান্দাইল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৮ জন রসায়নে ফেল করেছে। এমনও শিক্ষার্থী পাওয়া গিয়েছিল, যে সাত বিষয়ে জিপিএ-৫ পেয়েও রসায়নে ফেলের কারণে গোটা ফলই ফেল এসেছে।

এখানেই শেষ নয়, এইচএসসি পরীক্ষার সময়ও ২৯ মে রাজধানীর নিউ মডেল ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। ওই কেন্দ্রের স্কলার্স স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের উচ্চতর গণিত-১ বিষয়ের পরীক্ষা ছিল। ওই প্রতিষ্ঠানের ইংরেজি ভার্সনের ৩৮ জন পরীক্ষার্থীকে দেয়া হয় 'এ' সেট প্রশ্ন। অথচ ওই কেন্দ্রের জন্য নির্ধারিত ছিল 'বি' সেট। এ নিয়ে কেন্দ্রে সেদিন তুলকালাম কাণ্ড ঘটে। উদ্বিগ্ন অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার পর বিষয়টি জেনে কেন্দ্র সচিবকে অবরুদ্ধ করে। পরে শিক্ষা বোর্ড কর্মকর্তাদের আলাদাভাবে খাতা দেখার আশ্বাসে পরিস্থিতি শান্ত হয়। এভাবে ১৮ আগস্ট এইচএসসির ফল প্রকাশের পর রাজধানীর মিরপুরের পুলিশ স্মৃতি কলেজের শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন করে। তাদের অভিযোগ, ব্যবহারিক পরীক্ষায় তাদের কম নম্বর দেয়া হয়েছে। একইভাবে এবার কুষ্টিয়া ও ভোলাতেও ব্যবহারিকে কম নম্বর দেয়ার অভিযোগ ওঠে। মূলত এ বছর বিষয়ভিত্তিক প্রাপ্ত নম্বর আলাদা প্রকাশের কারণে ব্যবহারে শিক্ষকদের এ ধরনের অবহেলা ও অনিয়মের বিষয়টি প্রকাশ্যে চলে এসেছে।